দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক ... SEP 28 2006 ... পৃঃ ... কলাম ... ২

শিক্ষামন্ত্রীর উত্থাপিত বিলে আওয়ামী লীগের আপত্তি

ইবি'র অধীনে ফাজিল কামিলের মান দেয়া মেনে নেয়া হবে না

—তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এ এম এম বাহাউদ্দীন

ইনকিলাব রিপোর্ট

এমনকি প্রধানমন্ত্রীও প্রতিশ্রুতি ভাঙলেন। দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম আল্লামা ফুলতলী পীর সাহেব কেবলার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় নিজ কার্যালয়ে পীর সাহেব ফুলতলীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন। জোট সরকারের মেয়াদের ভেতরেই ফাজিল কামিলের মান দানে এফিলিয়েটিং ক্ষমতা সম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। অল্প সময়ের ব্যবধানে সে আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকারের ব্যত্যয় ঘটেছে। দেশের ওলামা, পীর-মাশায়েখগণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল কামিলের মানদানের ২-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

আওয়ামী লী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তৎপরতারও তীব্র বিরোধিতা করেছেন অব্যাহতভাবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল কামিলের মানদানেই যেখানে দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদের প্রবল আপত্তি ছিল সেখানে কোন কারণে কার স্বার্থে এ ক্ষমতা কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যস্ত করার বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট সকল মহলে। ফাজিল কামিলের মানদানে জোট সরকারের গোড়ার দিকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে এফিলিয়েশনের ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব উঠলে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন নেতৃবৃন্দসহ দেশবরেণ্য আলেম, মাদ্রাসা শিক্ষক-ছাত্র সকলে একযোগে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। দেশে ইসলামের ধারক, বাহক, পৃষ্ঠপোষকসহ মূল ধারার মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত সর্বমহল থেকে ঢাকা বা ঢাকার অদূরে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিল কামিলের মানদানের জোরালো দাবী উত্থাপন করেন। কিন্তু জোট সরকারের শরিক জামায়াতে ইসলামী শুরু থেকেই বিষয়টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে মরিয়া তৎপরতা চালায়। অপরদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রাখার স্বার্থে জমিয়াতুল মোদাররেছীন নেতৃবৃন্দসহ দেশের ওলামা-মাশায়েখগণ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে অনড় অবস্থান গ্রহণ করেন। দাবী আদায়ে শেষ পর্যন্ত আল্লামা ফুলতলী পীর সাহেব কিবলার লংমার্চ ও সমাবেশে টনক নড়ে সরকার প্রধানের। যে কারণে প্রধানমন্ত্রী পীর সাহেব ফুলতলীকে নিজ কার্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল কামিলের মান দেয়া হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মানদানে মন্ত্রী সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন স্থগিত করা এবং এটি সংসদে বিল আকারে না আনারও আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের প্রেক্ষিতে জমিয়াতুল মোদাররেছীনসহ সকল ইসলামী সংগঠন তাদের পূর্ব ঘোষিত আন্দোলন কর্মসূচী স্থগিত করে। অথচ এরই মাঝে গতকাল (বুধবার) ফাজিল কামিলের মানদানের ক্ষমতা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যস্ত করার জন্য জাতীয় সংসদে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল ও মাদ্রাসা শিক্ষা (সংশোধন) বিল নামে দু'টি বিল উত্থাপন করা হয়েছে। এই বিল দু'টিতে মাদ্রাসার ফাজিল ও কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসাকে অধিভুক্তসহ যাবতীয় বিষয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত করার বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে এ ধরনের বিল উত্থাপন করার খবরে সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন-এর সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, যেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মানদানের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত কারণে গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল কামিলের মানদানের সিদ্ধান্ত কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি চাইলে সরকারকে এ ধরনের বিল পাস থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। তিনি বলেন, কুষ্টিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়টি নামেমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। আর দশটি সাধারণ মাদ্রাসার চেয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে কোন পার্থক্য নেই। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ... গিয়ে, লেজে-গোবরে অবস্থা। সেখানে ১০ হাজার মাদ্রাসার ফাজিল কামিলের মানদানের দায়িত্ব অর্পণ মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। জমিয়াতুল সভাপতি বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়টি নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিতে সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে হার মানাচ্ছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল কামিলের মানদানে বিল পাস করা হলে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা হারাবে। মাদ্রাসাগুলোকে নিত্য-নতুন সংকটে পড়তে হবে। হয়রানির মুখে পড়তে হবে ফাজিল কামিল মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের। কোন অবস্থাতেই ইসলামী জনতা সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না। তীব্র আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে হলেও মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বিরোধী এ তৎপরতা বন্ধ করতে সরকারকে বাধ্য করা হবে।

আঞ্জুমানে আল ইসলাহ বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা হুসাম উদ্দিন চৌধুরী গতকাল রাতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে আসছি। আন্দোলনের সর্বশেষ কর্মসূচী ফুলতলী পীর সাহেব কিবলার ঢাকামুখী লংমার্চ মার্চের পরে প্রধানমন্ত্রী পীর সাহেব কিবলাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে দাবী এফিলিয়েটিং ক্ষমতা সম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিল কামিলের মানদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী জোট সরকারের মেয়াদের ভেতরেই স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হবে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল কামিলের মানদানের সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু জাতীয় সংসদে যে বিল উঠেছে শুনেছি তা পীর সাহেব কিবলা ফুলতলীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ছাড়া কিছুই নয়। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল কামিলের মানদানের সিদ্ধান্ত কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া হবে না।

এদিকে গতকাল সংসদে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক এই বিল উত্থাপন করার সাথে সাথে বিলের উপর আপত্তি উত্থাপন করেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক ও বিরোধী দলীয় হুইপ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ। এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, অবকাঠামোর সাথে সমন্বয় না করেই এই বিল আনা হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে বর্তমানে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় অচল। সন্ত্রাস ও দুর্নীতির কারণে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। বিগত ৫ বছরে এ ব্যাপারে আমরা মন্ত্রীর কোনো বিবৃতি পেলাম না। ভিসির ব্যাপারে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। অথচ সমস্যা জর্জরিত এই ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়কে যে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে—তা তাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। এতে আরো ফাজিল-কামিল ছাত্রদের দুর্ভোগ বাড়বে। ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়কে আগে ভালোভাবে চালু করা উচিত। সেটি যাতে কাজ করতে পারে।

বিরোধী দলীয় উপনেতা মাদ্রাসা শিক্ষা (সংশোধন) বিলটি উত্থাপনের বিরোধিতা করে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য নয়, একে সংকোচনের জন্যই এই বিল আনা হয়েছে।